গরু মোটাতাজাকরন

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমান গরু চড়ানোর মাঠ না থাকায় কাঁচা ঘাসের অভাবে এদেশের গবাদিপশুগুলোকে সারা বছরই খাদ্যের জন্য শুকনো খড়ের উপড় নির্ভর করতে হয়। অথচ পুষ্টি মানের দিক থেকে খড় অত্যান্ত নিম্নমানের। ফলে আমাদের দেশের গবাদিপশুগুলো পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

ইউরিয়া ও মোলাসেস মিশ্রিত খড় খাওয়ালে গরু মোটাতাজা হয়।

গরুর অপুষ্টি

খড়ে দ্রবণীয় শর্করা, হজমযোগ্য প্রোটিন ও ভিটামিন কম থাকে। তাছাড়া খড়ে অক্সালেট থাকে, অক্সালেট হলো একটি বিষাক্ত পদার্থ যার পরিমান বেড়ে গেলে ক্যালসিয়াম কমে যায় ফলে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের শোষন ক্ষমতাও কমে যায় এবং গরু অপুষ্টিতে ভুগে। খড়ে ইউরিয়া যোগ করলে হজমযোগ্য প্রোটিনের পরিমান বাড়ে এবং খরের অক্সালেট এর পরিমনা কমে। খড়ে নির্দিষ্ট পরিমান মোলাসেস/লালীগুড়/ঝোলাগুড় যোগ করলে তা অনুজীবের জন্য শক্তি যোগায় এবং অণুজীবের কার্যকারীতা বাড়ায় ফলে হজমযোগ্যতা বাড়ে এবং গরুর খাদ্যে গ্রহন ক্ষমতা বেড়ে যায় ।

গরুর অপুষ্টি দুর করতে করনীয়

অপুষ্ট হাড্ডিসার গরুকে মোটাতাজা করতে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য প্রয়োজন। অল্প খরচে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে ৮২:১৫:৩ অনুপাতে ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় মিশিয়ে গরুকে খাইয়ে মোটাতাজা করা যায়।

মোলাসেস বা লালীগুড় বা ঝোলাগুড়

ইউরিয়া

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুতের নিয়ম

ধাপ-১: প্রথমেই ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরীরর জন্য

- ৮ কেজি ২০০ গ্রাম খড়,
- ১ কেজি ৫০০ লালী/ঝোলাগুড়,
- ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং
- ৬-৭ লিটার টিউবয়েলের পানি সংগ্রহ করুন।

ধাপ-২: শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে নিন।

ধাপ-৩: মোলাসেস ও ইউরিয়া সবটুকু পানিতে ভালোভাবে মেশান।

ধাপ-৪: মোলাসেসে ও ইউরিয়া মিশ্রিত পানি মেঝেতে বিছানো খড়ের উপর আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিন।

ধাপ-৫: ছিটানোর পরপরই খরকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে যাতে খড় মিশ্রণের পানি সম্পূর্ণ চুষে নেয়।

ধাপ-৬: এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রণ ছিটিয়ে সবটুকু খরের সাথে মিশ্রিত করতে হবে।

খড়

টিউবয়েলের পানি

সাবধানতা

- ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোনভাবেই বাড়ানো যাবে না। ইউরিয়ার পরিমান বৃদ্ধি করলে বিষক্রিয়ায় পশু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- এই পদ্ধতিতে খড় বানিয়ে ৩ (তিন) দিনের বেশী রেখে খাওয়ানো যাবে না।
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুকে এই পদ্ধতিতে তৈরীকৃত খড় ১.৬৭ কেজির বেশী খাওয়ানো উচিত নয়।
- ছয় মাসের কম বয়সী গরুকে এবং গর্ভবতী গাভীর গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে এই পদ্ধতিতে তৈরীকৃত খড় খাওয়ানো যাবে না।

বিষক্রিয়া হলে খাওয়ানোর ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে ফেনাযুক্ত লালা, মাংশপেশীর কম্পন, শ্বাসকষ্ট, হাটতে অসম্মতি ও শ্বাসে এমোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ পওয়া যাবে। গরুর মধ্যে এ ধরনের লক্ষন দেখা দিলে অতিসত্তর নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নিন।

Originally prepared by Md. Nurul Alam Siddique, July 2013
Last updated: July, 2014
Source: Bangladesh Livestock Research Institute(BLRI).